যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2010
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৪

সাতচল্লিশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাচ্ছে সরকার

মুসতাক আহমদ

দেশের ৪৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাচ্ছে সরকার। এসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মেয়াদউত্তীর্ণ সনদ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। সদ্য বাতিল হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী এদের ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেকে দেড় দশকেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গিয়ে ভাড়া বাড়িতেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানায়, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এখন প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হবে। একই সঙ্গে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হবে। রোববার পাসকৃত নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে দেয়া ক্ষমতাবলেই সরকার ওই অ্যাকশনে যাবে। যদি শোকজ অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়, কিংবা কোন ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হবে। শিগগিরই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, উচ্চশিক্ষায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে নতুন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টদের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হবে। তবে গোটা প্রক্রিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে নিয়ে বৈঠক আহবান করা হবে। সে বৈঠকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। নতুন আইনের ৪৭(১)(২) ধারায় সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত এবং শিক্ষাবাণিজ্য ও সনদধারী গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি বন্ধের লক্ষ্যে আইনে এ ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশে ৪৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইউজিসি বলছে, বন্ধ করে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদালতের রায়ে আবার চালু হওয়ায় তাদের স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে ফের আইনি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত। এ পাঁচটিসহ মূলত ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে দেশে। বৈধতা হারানো ৪৭টির মধ্যে ১৩টির মেয়াদ শেষ হয়েছে এক যুগেরও বেশি সময় আগে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে এই ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার

যাচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

যাচ্ছে : অ্যাকশনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৯৯৭ সালে আসার পর ২০০০ সাল পর্যন্ত চারটির অনুমতি দেয়। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি পায়। এগুলোর মধ্যে আশা ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (গোপীবাগ) এবং অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি। আর মন্ত্রণালয়ের হিসেবে চট্টগ্রামের ইসলামী ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস রয়েছে। বাকি যারা ক্যাম্পাস রয়েছে বলে দাবি করছে তারা অনেকেই মন্ত্রণালয়কে জানায়নি। এদের মধ্যে আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। ঢাকার তেজগাঁওয়ে তাদের ক্যাম্পাস নির্মিত হয়েছে। নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি নিজ ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। বসুন্ধরায় ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হচ্ছে। এছাড়া ইস্টওয়েস্ট, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জমি কিনেছে বলে দাবি করছে। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, যারা জমি কিনেছে বলে দাবি করছে, তাদের কারও জমি মালিকের নামে আবার কারও জমি অন্য কোন সংস্থার নামে বলে তারা জানতে পেরেছেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বারবার নির্দেশনা দেয়ার পরও ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবনের কথা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এতদিন। নতুন আইনের আওতায় এখন ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে সরকার আরেকও চাইবে সময় দিতে। প্রথমেই কঠোর পদক্ষেপে যাওয়ার আগে তাদের সতর্ক করে কিছুটা সময় দেয়া হতে পারে। তবে তা কোনক্রমেই অনির্ধারিত সময়ের জন্য হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদের ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আহবান করা হচ্ছে। ওই বৈঠকে আইন বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ এবং সনদের মেয়াদউত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করা হবে। এছাড়া আইনে বিদ্যমান বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ ব্যবসা, দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণে স্বচ্ছতার বিষয়টি ধরা হবে। তালিকা প্রণয়ন ও আইনি শর্তাবলী নির্ধারণ করে শোকজ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্র জানায়, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। স্থায়ী অনুমোদনের জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত লাইব্রেরি, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠদানসহ শিক্ষার একটি আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলারও শর্ত মানছে না নামধারী অনেক প্রতিষ্ঠান। আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ, স্টাডি সেন্টার, আউটরিচ সেন্টার, ভর্তি সেন্টার ইত্যাদি নানা নামে-বেনামে সনদ বাণিজ্য করছে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় একটির অনুমতি ও অনুমোদন নিয়ে একাধিক ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছে। নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দাবি করছে পাঁচটি পক্ষ। যাদের ১২৮টি আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে। আউটার ক্যাম্পাসের ব্যাপারে একই অবস্থা এশিয়ান, দর্শন, শান্ত মারিয়ামসহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ঘটছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্নিং বডির মিটিংয়ে সিটিং অ্যালাউন্সের নামে অর্থ লুটপাট চলে। অনেকে আদালতে রিটের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এসবই আলোচনায় আসবে বলে জানা গেছে। নতুন আইন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাণিজ্য সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, কাউকে উচ্চশিক্ষার সনদ বাণিজ্য করতে দেয়া হবে না। দ্রুতই আইনি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন না করলে ভালোরা উৎসাহিত হবে না। এজন্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।